ষোল আনাই মিছে।

আকাশ মালিক

সাঁতার না জানা বাবুর জীবনটা যে ষোল আনাই মিছে তা আমরা পাঠশালায় পড়েছি। আজ লিখতে বসেছি একজন ইল্‌ম না জানা বিশ্ব-বিখ্যাত আলীমকে পাঠকদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে। ইল্‌মী জগতে তিনি নতুন হয়ে উদয় হয়েছেন এমন এক সময় যখন অকাল-জন্মা বিজ্ঞানের জ্বালাতনে পুরাতনেরা অন্নহীন পেটে অতিশয় দুঃখ ক্লেশ মনে নিয়ে শুকনো গালে দু-হাত জড়িয়ে রাস্তায় ঠাই বসে পড়েছেন। তার ইল্‌মী দৌড়-লম্ফে পুরাতনেরা সাড়া দেন না, উঠে দাঁড়াবার ভরসা পান না কারণ এই মোল্লার দৌড় মসজিদ নয়, ইন্‌টারনেট। ইন্‌টারনেট সর্বস্ব হুজুরের সামনে উর্দু, আরবী, ফার্সী বা বাংলা ভাষায় যারা কোরআনকে বুঝার ও বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যেমন তাবারী, আবুল আ'লা মওদুদী, আশরাফ আলী থানভী, মহিউদ্দীন খাঁন প্রমুখ, কিংবা তাফসিরে জালালাইন, তাফহিমুল কোরআন, তাফসিরুল কোরআন ইত্যাদি নাথিং। নাথিং একটি ইংরেজী শব্দ কেন ব্যবহার করলাম তার কৈফিয়ত দিয়ে রাখি। আমাদের হুজুর মাঝে মাঝে বাংলায়ও ওয়াজ ফরমান তবে কারণে অকারণে বাংলার মধ্যে নাথিং, টিচিং, হিন্‌টিং, জ্যাষ্টিফায়িং, ফলোয়িং এই সমস্ত টিং-টং শব্দ লাগিয়ে তার বয়ানকে শ্রোতিমধুর করে তোলেন। তার তাফসির মাহফিলটার নির্দ্দিষ্ট স্থান 'সদালাপ' নামক একটি ওয়েব ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটির নামে ও কামে মিল পাওয়া গেল না। আগেকার দিনে ঐ যায়গা ছিল জগতের তাবত নাফরমানদের মুখোশ উম্মোচনের অপারেশন থিয়েটার। ডাক্তারী কাজটা করতেন স্বয়ং সম্পাদক সাহেব। কালের পরিবর্তনে ডাক্তারী মানসিকতা কিছুটা পরিবর্তন হলো তবে অপারেশনের ভয়ে অনেকেই আর ঐ পথে পা বাড়ালেন না। শুনা যায় কোন একজন লেখক ম্যাগাজিনটিকে 'শঠালাপ' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কিছু সমাজ সচেতন, বিজ্ঞ মানুষ যেমন, -আব্দুর রহমান আবিদ, জামিলুল বাসার, আবুল খায়ের, এম বাহাউদ্দিন, মেজবাহ উদ্দিন জওহের, মুহাম্মাদ আখতার হুসাইন প্রমুখ, জগত ও জীবন দর্শনের আলো দিয়ে ম্যাগাজিনটিকে কোলাহল মুখরিত করে রেখেছেন।

আমাদের হুজুরের তাফসির মাহফিলটার নামের একটা সন্ধি বের করা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, বাঁদর + আলাপ। অন্তত ইংরেজী বাংলায় মিশেল

করা টিং-টং তাফসির মাহফিলটার নাম 'বাঁদরালাপ' হলে যথার্থই মনে হয়। এ পর্যন্ত তিনি প্রফেট (তার ভাষা) মোহাম্মদ ও কোরআন নিয়ে যা লিখেছেন তা বানরের চেচামেচীর চেয়েও দুর্বোধ্য। তার সবগুলো লিখা পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে তিনি আর যা-ই হোন মুসলমান নন। উনি শিয়া, সুন্নী, ওয়াহাবী, আহমেদীয়া না কাদিয়ানী তা নির্ধারণ করতে পারবেন তার দেয়া নীচের ফতোয়াটি পড়ুন-

'বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সবাইকেই অফিস আদালত, ক্ষেতে খামারে কাজ করতে হয়। প্রচলিত রোযা করতে যেয়ে প্রতি বৎসর মুসলিম সমাজ অন্যান্য সমাজ থেকে প্রায় একমাস করে পিছিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অন্ততঃ হালকা খেয়ে অফিস আদালত, ক্ষেতে খামারে কাজ করলে রোযার মহাত্ম কোনভাবেই নষ্ট হবে বলে আমি মনে করিনা'।

মুফতি সাহেবকে চিনতে পেরেছেন? সাধারণ মুফতি নয় জবরদস্ত গ্রান্ড-মুফতি। তার আরেকটি ফতোয়া দেখুন- *'১০০% Blind এবং Brainwashed লোকজন ছারা মুটামুটি সবাই বিশ্বাস করে যে কোরান প্রফেট মুহাম্মদের নিজস্ব মুখ নিঃসৃত বাণী এবং স্বহস্তে বা মানুষের সাহায্য নিয়ে লিখিত একটি ধর্মগ্রন্থ'।* তিনি আরো বলেছেন হাদিস সমুহের লেখক যেমন ছিলেন সাহাবীগণ (তার ভাষায় অথার) তেমনি কোরআনের অথার ছিলেন মোহাম্মদ। হাদিস সমুহের ব্যাপারে তার ফতোয়া হলো- *'মুসলমান হওয়ার জন্যে হাদিসে বিশ্বাস কিংবা হাদিস মানার কোন প্রয়োজন নেই'*। আমাদের মৌ-লোভী সাহেব তার লিখায় স্পষ্ট ঘোষনা দিয়েছেন- *'হাদিসে বিশ্বাস না করে কেউ* Suicide bomber *হতে পারে না'।*

মুফতি সাহেব দেখলেন তার বাঁদরামী সংশ্লিষ্ট ওয়েব ম্যাগাজিনের সম্পাদক মহোদয় নির্বিচারে ছাপিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বগর্বে কামরান মির্জাকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন- *'জনাব জামিলুল বাসারের লেখার সমালোচনা করে আমার দুটি লেখা আছে, জনাব আবিদের লেখার সমালোচনা করে দুটি লেখা আছে, মিজ নাজমা মোস্তফার লেখার সমালোচনা করে তিনটি লেখা আছে, জনাব জিয়াউদ্দিনের লেখার সমালোচনা করে একটি লেখা আছে, জনাব কাউয়ানের লেখার সমালোচনা করে একটি লেখা আছে। তাছারাও জনাব আসগর, অভিজিত, আবুল কাশেম, ইমরান প্রমুখদের লেখার আলোচনা/সমালোচনা করেছি ই-ফোরামের মাধ্যমে'।*

তার আস্ফালন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে মুফতি সাহেব একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে হাক দিলেন, হে- সাগর তুমি কি আমাকে ধারন করতে পারবে? মৌ-লোভী সাহেব বে-মালুম ভুলে গেলেন তিনি যে ঘাসের চুড়ায় জন্ম নেয়া কুয়াশার একবিন্দু শিশির কণা।

এক পর্যায়ে সারা বিশ্বের নাস্তিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করে বসলেন-

A Question to all Atheists.

‘Do they really believe that people like Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Bush, Saddam, Modi, and all those terrorists, rapists, killers, and suicide bombers are considered to be criminals, and as such should be judged and punished one day? If the answer is NO, then they are not only supporter but also promoter of these kinds of innocent (!) evils. If the answer is YES, then how? They must come up with solid argument in this case’.

এন এফ বি (News from Bangladesh) পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় আসগর সাহেব হুজুরকে পাল্টা একটি সুক্ষ যৌক্তিক প্রশ্ন করলেন। উত্তরে ১লা জুলাই ২০০৮ তারিখের এন এফ বি’তে মুফতি সাহেব বল্লেন, এ কেমন ষ্টুপিড প্রশ্ন? তিনি আরো বল্লেন- ‘আসগর সাহেব যদি তার শিশু মেয়েকে হত্যা করতে চান, তা করতে পারেণ এবং নিকটাত্নীয় কাউকে (মুহাম্মদের মতো পুত্র বধুকে) বিয়ে করতে চান তাও পারেণ’। মুফতি সাহেবের বেয়াদবীর এটা শুরু মাত্র, শেষটা আরো জঘন্য। জগতের সকল নাস্তিকদেরকে এমন প্রশ্ন করার আগে হুজুরের জানা উচিৎ ছিল যে, সম্পূর্ণ কোরআন ভালভাবে না পড়ে না বুঝে কোন মুসলমান পুরোপুরি নাস্তিক হয় না।

সকল হত্যাকান্ডের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিৎ, তবে সবার আগে প্রধান খুনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চাই। কে সেই খুনী? তথ্য-সুত্র পাওয়া যাবে তারই লিখায়, আপাততঃ স্বঘোসিত মহা খুনীর কিছু স্বীকারোক্তি জেনে নেয়া যাক। তবে খুনীর স্বীকারোক্তি সরাসরি তোলে না দিয়ে আমি তার ভাবান্তর লিখবো। তার আগে খুন সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্তাকারে বলে নেয়া ভাল মনে করি।

বদরের যুদ্ধের মাঠে মোহাম্মদের মা, বাবা, ভাই, বোন, ছেলে সন্তান কেউ উপস্থিত ছিলেন না। কাফির আবু লাহাবের দুই পুত্রের কাছ থেকে বিতাড়িত ও তালাক প্রাপ্তা মোহাম্মদের দুই মেয়ে রোকেয়া ও কুলসুমের স্বামী উসমানও সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। মোহাম্মদের কথা আল্লাহ্‌র আদেশ ও ডাকাতিকে পূণ্যের কাজ মনে করে, কোরায়েশগণ বদরের মাঠে যে সকল শিশুকে পিতৃহারা করলো, যে সকল পিতা মাতাকে সন্তান হারা করলো, যে সকল নারীকে বিধবা বানালো তারা সবাই ছিল তাদের অতি নিকটাত্নীয়। যুদ্ধের পর তাদের মনে কিছুটা পরিতাপ ও অনুশোচনার উদ্রেক হলে তাদেরকে খুনের হুকুমজারী সনদ দেখানো হলো এভাবে-

'যুদ্ধের ময়দানে ওদের প্রতি তোমরা তীর-বর্শা নিক্ষেপ করোনি বরং করেছি আমি। তোমরা ওদের গলা কাটোনি বরং কেটেছি আমি'।

তার এই হুকুম যারা যথাযত পালন করবে তাদের জন্যে পুরুস্কার ঘোষনা দিলেন- *'মৃত্যুর পর অর্থাৎ পরকালে তোমাদের জন্যে রয়েছে অনন্ত অসীম ভোগসামগ্রী ও বিলাসপূর্ণ লাস্যময়ী জীবন'।*

একই ভাবে মদীনা থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করার সময় মুসলমানগণ যখন ইহুদীদের ঘর-বাড়ি, গবাদীপশু সহ গাছ-বৃক্ষও ধ্বংস করে ফেল্লো, হুকুমদার বল্লেন- *'ওদের সবকিছু ধ্বংস করেছি আমি'।* মানুষের রক্ত পিপাসু খুনী তার দলীলে এও লিখলেন যে, *'অবিশ্বাসীদেরকে শিশু মেয়ে-সন্তান হত্যা করা থেকে ইচ্ছে করলে আমি বিরত রাখতে পারতাম কিন্তু তা করিনি'।* মহা সন্ত্রাসী খুনী যাদেরকে নিয়ন্ত্রনে আনতে ব্যর্থ হলেন তাদেরকে লক্ষ্য করে বল্লেন-*' আমি চাইনা পৃথিবীর সকল মানুষ বিশ্বাসী হউক তাই কিছু মানুষকে চির কালা, বধীর ও জন্মান্ধ করে সৃষ্টি করেছি, আমি এদেরকে বারবার নরকের আগুনে পুড়াবো, একবার পুড়ে যাওয়া চামড়া তোলে ফেলে নতুন চামড়া লাগাবো আবার পুড়াবো, এভাবেই তাদের উপর আমার শাস্তি চলবে অনন্তকাল'।*

এই স্ব-ঘোষীত সর্বকালের সর্ববৃহৎ জালীম খুনীকে যদি *'রাহমাতুল্লীল আলামীন'* (বিশ্ব-শান্তির প্রতীক) উপাধী দেয়া হয় তাহলে আমাদের মৌ-লোভী সাহেবের অভিযুক্ত তালিকার লোকজন Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Modi, Saddam, Bush কে নোভেল শান্তি পুরুস্কার দিলে খুবই কম দেয়া হবে।

ফিরে আসি মুফতি সাহেবের তাফসির মাহফিলে। তিনি তার পছন্দের ওয়েব-ম্যাগাজিনে একজন লেখিকার উপর হাজার টন ওজনের একটি ফতোয়া জারী করেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন ‘তিনিও একাধিক স্বামী চান’। একজন মানুষ কতটুকু Pervert বদমায়েশ হলে এমন জঘন্য অশ্লীল উক্তি করতে পারে? সারা বিশ্বের বাংলাভাষী পাঠক লেখিকার ‘পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী’ নামক লিখায় এমন কোন অশ্লীল ইঙ্গিত কি খোঁজে পাবেন? তাহলে কেন এই মিথ্যে ফতোয়া? বিশ্বকে দেখাতে চান নতুন গালে দাড়ি গজিয়েছে? সংশ্লিষ্ট ওয়েব-ম্যাগাজিনের সম্পাদক সাহেব ইচ্ছে করলে প্রতিরোধ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। এখানে বাক-স্বাধীনতার ব্যাপার নয় বিষয়টা রুচী, ভদ্রতা ও শালীনতার। আরো অবাক হলাম ‘সদালাপ’ এর সব চেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব সেতারা হাসেমের ‘গণতন্ত্রের সন্ধানে’ নামক প্রবন্ধে উপরোল্লিখিত বিষয়টির উল্লেখ দেখে। গণতন্ত্রের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কেন যে ‘মুক্ত-মনা’ ও ‘সাতরং’ ই-ফোরাম দুটিকে ধোপিনীর কাপড় কাঁচা দিলেন তা বোধগম্য হলো না। বহুদিন পূর্বে তাঁকে লিখেছিলাম ‘এই মণিহার আপনার নাহি সাজে’। তিনি স্বর্পের মালা গলায় পরিধান করে চল্লেন। একদিন তাঁরই দুগ্ধকলা-পুষ্য স্বর্প তাঁকে দংশন করলো, তিনি বাধ্য হলেন মোস্তফা কামাল ও কাউয়ান নামের দুজন খাটি ঈমানদারকে ওঝা-মন্ত্র শেখাতে। তাঁরই দেয়া নাম মৃদু ও সু-ভাষীনী লেখিকা নন্দিনী হোসেনের ‘পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী’ তে তিনি রুচীহীন অভদ্র লেখক রায়হানকে রাগান্বিত করার অপরাধ খোঁজে পেলেন।

ইসলামিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট, শুনতে মনে হয় যেন দুই দিগন্তের দুই বাসিন্দা কিন্তু মুলতঃ একই পথের পথিক। তাই মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এই খাল-বিল নদী-নালার বাংলাদেশে সাঁতার না জানা বাবু আর বামপন্থি কম্যুনিষ্টদের জীবনটা ষোল আনাই মিছে।